Short Questions and Answer:- F.H. 2

Q:1: বাংলাদেশে সালতানাত প্রতিষ্ঠা ইলতুৎমিশের গুরুত্ব কেন বেশি ছিল?

ANS:- মূলত শুধু বাংলাদেশে সালতানাত ইলতুৎমিশের, বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁকেই বলা হয় 'সুলতান-ই-মোয়াজ্জম' উপাধিতে ভূষিত করেন, খলিফাকে 'আমির' বলেছেন। বাংলাদেশে সালতানাত ছিলো ইসলাম ও তুর্কি শাসিত ইসলামিক রাষ্ট্রের প্রতীক, সালতানাত ইলতুৎমিশের মেধা ও দক্ষতার সঙ্গে গড়ে ওঠায় দিল্লী সুলতানাত শক্তিশালী হয়, এর ফলে মুসলিম উম্মাহ ইলতুৎমিশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

Q:2:- 'তঙ্কা' ও 'জিতল' কি?

ANS:- ইলতুৎমিশ প্রথম মুসলিম শাসক যিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন, ইলতুৎমিশ প্রবর্তিত রৌপ্য মুদ্রার নাম ছিল 'তঙ্কা,' এবং তাম্রমুদ্রার নাম ছিল 'জিতল।'

Q:-3 'চল্লিশা চক্র' বলতে কি বোঝায়?

ANS:- সুলতান ইলতুৎমিশ তাঁর শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য গঠন করা 'চল্লিশা' নাম একজন শাসনকার্যের জন্য বিশেষজ্ঞ কর্মী নিযুক্ত করেন, তুর্কী আমিরদের নিয়ে গঠিত দলের নাম ছিল চল্লিশা চক্র বা 'রেজেসান-ই-চাহেলগান' বা ~~চল্লিশা চক্র~~ 'আরবান-ই-চাহেলগান।'

Q:-4 সুলতানা রাজিয়ার সিংহাসন আরোহণের গুরুত্ব কি ছিল?

ANS:- রাজিয়ার সিংহাসনে আরোহণ মধ্য-যুগের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, (1) রাজিয়া ছিলেন ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসিকা, (2) দিল্লীর অমাত্যগণের সমর্থনে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ প্রমাণ করে, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অমাত্যগণের ক্ষমতা আছে, (3) মহম্মদ ও উলেমারা রাজিয়ার সমর্থন না করলেও তাঁর সিংহাসন আরোহণ প্রমাণ করে, নারীরা তাদের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পেতে পারে, (4) রাজিয়া উলেমাদের ফতোয়ার জন্য প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন, এতে 'শাসকের ঐশ্বরিকতা' স্বীকৃত পায়।

Q:5 রাজিয়ার পতনের মূল কারণ কি ছিল?

ANS:- রাজিয়া ছিলেন ইলতুৎমিশের কন্যা ও উত্তরাধিকারী, মধ্যযুগের ইতিহাসে প্রথম নারী শাসিকা, তাঁর পতনের মূল কারণ হল (1) তুর্কী আমিরদের সিংহাসনে আরোহণ মেনে নিতে অনিচ্ছা, (11) রাজিয়া তুর্কী আমিরদের আবিসিনীয় নাম গ্রহণ করলে এবং রাজিয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত লিপ্ত হন।

P.T.O

Scanned with CamScanner

Q:⑤ বলবনের রাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে কি জান?

ANS:- দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে বলবনই প্রথম একটি রাজতান্ত্রিক আদর্শ প্রচার করেন। এটি বলা হয় - ① সুলতান হলেন পৃথিবীতে আল্লার প্রতিনিধি, ② দুনিয়ার রাজাদের ও অমাত্যদের সম্মান তাঁর কাছে নিষ্প্রয়োজন, ③ তিনি রাজতন্ত্রের কাঠামো ও মর্যাদার উপর গুরুত্ব দেন, ④ তিনি দরবারে কড়া নিয়ম, কায়দা-কানুন ও পোশাক-পরিচ্ছদের উপর গুরুত্ব দিতেন, ⑤ তিনি প্রজাদের কাছে সুলতানকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করতেন।

Q:- ⑥ 'দেওয়ান-ই-আর্জ' কি ও আলাউদ্দিন খলজি কেন বলা হত?

ANS:- 'দেওয়ান-ই-আর্জ' ছিল সামরিক দপ্তর, এই দপ্তর থেকে সৈন্য নিয়োগ, সৈন্যবাহিনীর শৃঙ্খলা রক্ষা, বেতন প্রদান প্রভৃতি করা হত। এই বিভাগের কর্তা নিযুক্ত হতেন 'আর্জ-ই-মমালিক', যিনি স্বয়ং উদ্ধৃত বলবন 'দেওয়ান-ই-আর্জ' প্রবর্তন করেন, তবে দেওয়ান-ই-আর্জ ছিলেন বিশ্বস্ত কর্মচারী ইমাদ-উল-মুলক।

Q:- ⑦ খোয়াজা কাকে বলা হত?

ANS:- ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার না দিয়ে যাবার কারণে বলবন নাসিরের নতুন উজীর ও সমস্ত ক্ষমতা লাভ করেন, এবং তাকে ইলতুৎমিশ উপাধি দেওয়া হয়। তার নাম ছিল 'খোয়াজা'।

Q:- ⑧ 'সিজদা' ও 'পাইবস' কি?

ANS:- রাজতন্ত্রের মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য গিয়াসউদ্দিন বলবন তার দরবারে দুটি কায়দা চালু করেন, এগুলি হল 'সিজদা' ও 'পাইবস'। 'সিজদা' প্রথা অনুসারে সম্রাটের দরবারে প্রবেশের সময় নতজানু হতে হত, 'পাইবস' প্রথা অনুসারে মুসলমানদের পদচুম্বন করতে হত।

Q:- ⑨ বলবনের চারটি কৃতিত্ব উল্লেখ কর।

ANS:- বলবনের চারটি কৃতিত্ব ছিল - ① বলবন রাজতন্ত্রের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, মেওদের বিদ্রোহ দমন করেন এবং দোয়াব অঞ্চলে শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ② মোঙ্গলদের হাত থেকে দিল্লীর নিরাপত্তা সুরক্ষিত করেন, ③ মেওয়াটি দস্যুদের দমন করে দিল্লীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করেন, ④ বাংলার বিদ্রোহ দমন করে সুলতানী সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়তা বজায় রাখেন।

P.T.O

Q:- (10) 'নব মুসলমান কারা'

ANS:- খলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজী। রাজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মোঙ্গলদের নেতা ~~[illegible]~~ হলাগুর পৌত্র আবদুল্লার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে এবং পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে (1299) সুলতান তাদের দিল্লীর নিকট উপকণ্ঠে বসবাসের অনুমতি দেন। এরাই 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত।

Q:- (11) 'মজহার-ই-ঘোষণা' কী?

ANS: আলেমদের বিরোধিতা দমন করার জন্য আলাউদ্দিন খলজী তার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের নিয়ে বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিশন গঠন করেন। এটি 'মজহার-ই-ঘোষণা' নামে পরিচিত ছিল।

Q:- (12) 'মুসাহিব' ও কারিব কি?

ANS:- সুলতানের মুখে যুদ্ধের কথা বলা হত 'মুসাহিব'। আলাউদ্দিন খলজীর আমলে 'মুসাহিব' নামক যুদ্ধচরদের আলেমদের মধ্যে, যাতে এক অন্য সুলতান নিয়োগ করা হয়। সুলতানের মুখে এক শ্রেণীর কর্মচারীদের যুদ্ধচর বিভাগের কর্তা হিসাবে নিয়োগ করা হত। এদের বলা হত 'কারিব'। এই গুপ্তচরদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আলাউদ্দিন খলজী আলেমদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতেন।

Q:- (13) মালিক কাফুর কে ছিলেন?

ANS: ১২৯৭ সালে গুজরাট অভিযানের সময় আলাউদ্দিন গুজরাটের রাজার উপপত্নীর নিকট থেকে এক ক্রীতদাস যোগাড় করে দিল্লীতে ক্রীতদাস হিসাবে নিয়ে আসেন। পরবর্তী কালে তিনি মালিক কাফুর হয়ে উঠেন। আলাউদ্দিন খলজীর বিশ্বস্ত সেনাপতি, আলাউদ্দিনের উত্তর ও দক্ষিণ অভিযানগুলির প্রধান সেনাপতি ছিলেন মালিক কাফুর। শেষ বয়সে মালিক কাফুর আলাউদ্দিনকে জব্দ করে সিংহাসন দখল করেন।

Uttam Chakraborty
Faculty Member,
Dept. of History,
Nabajoti Raj College.
10/10/2020

Scanned with CamScanner